

মৌলবাদীরা চায় না আমি বেঁচে থাকি ॥ ড. হুমায়ুন আজাদের অপ্রকাশিত সাক্ষাতকার

ফজলুল বারী ॥ ব্যাঙ্কের বামরুন্নগ্রাদ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় ড. হুমায়ুন আজাদের একটি দীর্ঘ সাক্ষাতকার নেয়া হয়েছিল। গত এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে ডিজিটাল ভিডিও ক্যামেরায় তিন দিনে ধারণকৃত সাক্ষাতকারটি সম্ভবত ড. আজাদের শেষ সম্পূর্ণ এবং অপ্রকাশিত সাক্ষাতকার। এ সাক্ষাতকারে ড. আজাদ নবজীবন লাভের পর তাঁর নানা চিন্তা মেলে ধরেছেন। মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের অব্যাহত হুমকি, তাদের প্রতি তাঁর ঘৃণা, বাংলাদেশ নিয়ে তাঁর আকুতি, ভালবাসা-হতাশা-প্রত্যাশা— এসব নানা বিষয় এতে উঠে এসেছে। সাক্ষাতকারের চুম্বক অংশগুলো এখানে সঙ্কলিত। সম্পূর্ণ সাক্ষাতকারটি পরবর্তীতে জনকণ্ঠে ছাপা হবে।

মৌলবাদীরা চায় না আমি বেঁচে থাকি আমি

মৌলবাদীরা হিংস্র মানুষ। তারা চায় না আমি বেঁচে থাকি। কিন্তু গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে, ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে, যারা মানুষ, তারা সবাই চেয়েছে আমি যাতে বেঁচে থাকি। এবং অনেকে বলেছেন, আমার বেঁচে থাকাটা একটি প্রতীক হয়ে উঠেছে। যে প্রতিবাদ করে, যে বিদ্রোহ করে, সত্যের কথা বলে যে, সে বেঁচে থাকে। সে শুধু শহীদ হয়ে অমরত্ব লাভ করে না। যে জীবিত থেকে এক ধরনের প্রতীক হয়ে ওঠে।

একটি খুনের স্বপ্ন

আমার বইগুলোর মধ্যে দু’টি বইয়ের নাম বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যেন এগুলো মিলে গেছে আমার জীবনের সঙ্গে। যেমন আমার একটি উপন্যাসের নাম ‘একটি খুনের স্বপ্ন’। যদিও ওই উপন্যাসের নায়ক খুন করে উঠতে পারেনি। সারা জীবন সে শুধু খুনের স্বপ্ন দেখেছে। এবং সে স্বপ্ন দেখে দেখে বেঁচেছে। আমার কবিতার বইয়ের নাম ছিল ‘পেরোনোর কিছু নেই’। যেন আমি শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছে গেছি। এখন আর পেরোনোর কিছু নেই। এবং যেন ঘাতকেরাও আমাকে শেষ প্রান্তে পৌঁছে দিতে চেয়েছিল।

সেই পাক সার জমিন সাদ বাদ

যে উপন্যাসটির জন্য আমি নিহত হয়েছি বলা যায়, আমি তো বেঁচে উঠেছি নিহত হবার পর, সেটি ‘পাক সার জমিন সাদ বাদ’। এটি বাংলাদেশের পরিস্থিতির সবচেয়ে শৈল্পিক উপস্থাপন। এ উপন্যাসটি যারা পড়েছেন তাঁদের অনেকে বলেছেন, এটি বিশ্বসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। মৌলবাদের হিংস্রতার যে রূপ এটি উপস্থাপন করেছে, সেটি অতুলনীয়। পৃথিবীতে সেই প্রাচীনকাল থেকে কবি, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক— এঁরা অন্ধদের হাতে প্রাণ দিয়েছেন। বিভিন্ন সময়ে প্রাচীনকালে মধ্যযুগে তাঁরা প্রাণ দিয়েছেন মৌলবাদীদের হাতে। তবে তাঁদের অনেকে পরিকল্পিত নয়, আকস্মিক হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড হয়েছিল হিটলারের জার্মানিতে এবং আমাদের বাংলাদেশে। পরিকল্পিতভাবে আমাদের কবি, বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়েছিল ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের ১৪ তারিখে। সেই হত্যাকাণ্ডে অংশ নিয়েছিল যে রাজাকার আলবদররা সেই রাজাকার আলবদররাই আবার স্বাধীন বাংলাদেশে আমাকে সুপরিকল্পিতভাবে হত্যার উদ্যোগ নিয়েছিল। আমি সম্ভবত স্বাধীন বাংলাদেশে সেই রাজাকার-আলবদর, মৌলবাদীদের প্রথম সুপরিকল্পিত শিকার। তবে তারা ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতা নিশ্চয়ই তাদের খুবই আহত করেছে। তারা হয়ত আবার পরিকল্পনা নিচ্ছে আমাকে কিভাবে নিশ্চূপ করে দেয়া যায়। কি করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া যায়।

চাই রাজাকারমুক্ত বাংলাদেশ

আমার দেশকে আমি ভালবাসি। আমার ভাষাকে আমি ভালবাসি। আমি উদ্বাস্তু হয়ে দেশে দেশে ঘুরতে চাই না। আমি চাই না আমি দেশ ছেড়ে চলে যাব। এবং বিদেশে অত্যন্ত সম্মানিত পুরস্কৃত উদ্বাস্তু লেখক হিসাবে থাকতে চাই না। আমি বাঁচব আমার নিজের দেশে। বাংলাদেশে। এবং এমন একটি বাংলাদেশ আমি চাই যে বাংলাদেশ হবে রাজাকারমুক্ত মৌলবাদমুক্ত। আমি বাংলাদেশের প্রধান দু’টি রাজনৈতিক দলকে আবেদন জানাই তারা যেন বাংলাদেশ থেকে মৌলবাদকে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করে। মৌলবাদের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক নয়।

যারা আমাকে হত্যা করতে চেয়েছে

কিন্তু আমাদের সংস্কৃতি এখন মৌলবাদী হয়ে উঠেছে। সকালে টেলিভিশন খুললেই দেখা যায় ধর্মের নামে প্রায় দু’ঘণ্টা মৌলবাদ প্রচার। ধর্ম নিয়ে টেলিভিশনগুলো কিছুটা সময় আলোচনা করতে পারে। কিন্তু সেই মৌলবাদী খুনী যারা একান্তরে ধর্মের নামে খুন করেছিল তাদের প্রচার টিভি চ্যানেলগুলো কেন করবে। এই লোকগুলো ধর্মীয় কথাবার্তার নামে মৌলবাদকে, তালেবানী ধ্যানধারণার প্রচার করে। এরা দেশের সব মেধা-প্রতিভাকে হত্যা করতে চায়। তারা দেশকে মধ্যযুগে ফিরিয়ে নিতে চায়। কাজেই এই মৌলবাদী সম্প্রচার অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত হবে আমাদের রাষ্ট্রের। ধর্মের বাণীগুলো মানুষকে জানাতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু টেলিভিশনের মাধ্যমে মৌলবাদী রাজনীতির আদর্শের প্রচার বন্ধ করতে হবে।

আমাদের সারা দেশ এমন মৌলবাদী ছিল না। কিন্তু মৌলবাদ এখানে এখন প্রবল হয়ে উঠেছে। আমার জীবন লাভ যদি কোন তাৎপর্য বহন করে তাহলে সেই তাৎপর্য হবে এই মৌলবাদকে বাংলাদেশ থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করা। মৌলবাদী কারও স্থান হবে না বাংলাদেশে। আমাদের রাষ্ট্রে মৌলবাদী খুনীরা এখন মন্ত্রী হয়ে আছে। তাদের ওই স্থান থেকে বিতাড়িত করতে হবে। এবং তারা বিতাড়িত হবে।

আমাকে মাঝে মাঝে লোকজন জিজ্ঞেস করে আপনি কি জানেন কে আপনাকে চাপাতি দিয়ে কুপিয়েছে। আপনার কি তার মুখ বা তাদের মুখ মনে আছে। তা আমার মনে নেই। কিন্তু আমার মনে আছে আমাকে একজন বা দু’জন ব্যক্তি খুন করার জন্য এসেছিল তাদের নিয়োগ করা হয়েছিল কিন্তু আমাকে খুন করতে চেয়েছে বাংলাদেশের মৌলবাদী শক্তি। মৌলবাদীদের কাহিনী আমি ‘পাক সার জমিন সাদ বাদ’ উপন্যাসে লিখেছি। একজন সংসদ সদস্য, যিনি নির্বাচিত না হয়েও নির্বাচিত হন বলে আমরা শুনেছি, যিনি নানা জায়গায় তফসির করে ধর্মের নামে অজস্র মিথ্যা কথা বলেন। যিনি এভাবে অজস্র টাকা উপার্জন করেন। তিনি সংসদে আমার বিরুদ্ধে অশালীন বক্তব্য রেখেছেন। ব্লাসফেমি আইন করার জন্য আবেদন করেছেন। তিনি এবং তার দল এ হত্যা চেষ্টার পিছনে রয়েছে।

খুনীতে ভরে উঠেছে আমার দেশ

আমাদের দেশ অবশ্য এখন খুনীতে ভরে উঠেছে। আমাদের দেশের সমস্ত গ্রামে, আমাদের শহরের সমস্ত পাড়ায় এখন খুনীদের প্রাধান্য। এই খুনীরা স্তরে স্তরে উপনীত হয়ে এমনকি মন্ত্রিত্বে পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করার মতো। এবং আমাকে খুন করার পিছনে অনেকটা এরাই রয়েছে মনে হয়। মৌলবাদী শক্তিটি কাজ করেছে।

ঘাতক হিসাবে কেউ নাম মুখে নেবে না

কিন্তু আমি কি এই বাংলাদেশের জন্য বেশি প্রয়োজনীয়? না নিজামী, এই সাঈদীরা বেশি প্রয়োজনীয়? এই মৌলবাদীরা বেশি প্রয়োজনীয়? আমার ধারণা যখন এই সাঈদী নিজামী, গোলাম আজম কবরে ঘোর আজাবে থাকবে, যখন অজগরসহ নানা কিছুর তারা আহার হবে, তখনও আমার নাম বাংলাদেশের সঙ্গে থাকবে। আমার নাম বোধ হয় মুছে ফেলা খুব সহজ হবে না। কিন্তু সাঈদীদের নাম খুবই অল্প দিনের মধ্যে কতগুলো নষ্ট মানুষ হিসাবে মুছে যাবে। ঘাতক হিসাবে ছাড়া কেউ তাদের নাম মুখে নেবে না।

সত্য প্রকাশ করাই সাহসের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে!

আমি বন্দী হয়ে থাকতে চাই না। কোথায় কোন মৌলবাদী ঘাতক ওঁৎ পেতে আছে, কোথায় সে চাপাতি ধারাচ্ছে, কোথায় সে তলোয়ার বা রিভলবার নিয়ে বসে আছে, এগুলো আমাকে ভীত করবে, কিন্তু সেগুলোকে আমি অত গুরুত্বপূর্ণ ভাবব না। এবং আমি দ্বিধাহীনভাবে যে সত্য প্রকাশ করেছি, আমাকে অনেকে বলেছেন আপনি খুব সাহসী, কিন্তু আমি বলতাম আমি কখনও সাহসী নই। আমি আঠারোতলা দালান থেকে লাফ দেই না। আমি কখনও বন্দুকের গুলির সামনে গিয়ে দাঁড়াই না। আমি সত্য প্রকাশ করি। যে দেশে সত্য প্রকাশ করাই সাহসের পরিচায়ক সে দেশ যে কি শোচনীয় পর্যায়ে নেমে গেছে, সেটা আমাদের বোঝা উচিত।

যে বাংলাদেশ আমি চাই

আমি একটি সুস্থ, কল্যাণে পরিপূর্ণ বাংলাদেশ চাই। এবং এই দায়িত্ব রাজনীতিবিদদের। কিন্তু রাজনীতিবিদরা এত বেশি পচে গেছে, এত বেশি নষ্ট হয়ে গেছে, তাদের কোন আদর্শ নেই, কোন সততা নেই, দেশের প্রতি কোন ভালবাসা নেই, তারা শুধু অবৈধ অর্থোপার্জন করছে। এবং কতগুলো ঘাতক লালন পালন করছে। এই জন্যই বাংলাদেশের এই শোচনীয় অবস্থা। বিশ্বে আজ বাংলাদেশ বেশ কলঙ্কিত। বারবার দুর্নীতিতে প্রথম হয়েছে। অনেকে এখন বলছেন বাংলাদেশ এখন এশিয়ার লজ্জা। এবং তারা এই লজ্জা, কলঙ্ক যারা বাড়িয়েছে সেই সাঈদী, নিজামী, গোলাম আজমরা, তাদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করতে হবে।